যুগান্তর

তারিখ ... 14 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

# নামকরা স্কুল-কলেজ নজরদারিতে আসছে

মুসতাক আহমদ

কেন্দ্র বিনিময় প্রথা ও শিক্ষকদের নকল সরবরাহের ঘটনা এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় বহুল প্রচলিত 'নতুন নকল পদ্ধতি'। এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত এক শ্রেণীর নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেশি পাস দেখানোর মানসিকতায় ওইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা এই নকল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এটা বন্ধে পরবর্তী জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হবে।

বুধবার, বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় নানা অনিয়ম প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন।

পাবলিক পরীক্ষায় অনিয়ম প্রতিরোধ

সূত্র জানায়, বৈঠক থেকে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডকে নকলপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিগত জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনা থেকে প্রাথমিকভাবে কেন্দ্র তালিকা তৈরি করা হবে। এছাড়া বোর্ডগুলোও নিজস্ব পদ্ধতিতে দুর্নীতিযুক্ত কেন্দ্র চিহ্নিত করবে। ওই তালিকা দেখে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হবে। বোর্ডের সেরাদের তালিকায় স্থান করে নেয়ার লক্ষ্যে যেসব নকলমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব জানান, তারা জানতে পেরেছেন, কেন্দ্র বিনিময় প্রথা আর একই কেন্দ্রে একই ব্যক্তির একাধিক প্রতিষ্ঠানের আসন ব্যবস্থা করে দেয়ার নেপথ্যে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও তার দফতরের কর্মকর্তারা জড়িত। মূলত বেশি পাস দেখানোর জন্য কিছু নামকরা ও বাণিজ্যিক কলেজ এই অপকর্ম করে থাকে। তারা সুবিধাজনক কেন্দ্রে নিজেদের কলেজের আসন ব্যবস্থা করে থাকে।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান বলেন, আমাদের নানা ধরনের পদক্ষেপের কারণে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা বন্ধ হয়েছে। ওটা আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু এখন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নকলের ঘটনা 'সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটা নকলের নতুন দিক। আমরা এর বিরুদ্ধে এখন কাজ করব। তিনি আরও বলেন, যে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল হবে সেই কেন্দ্র বাতিল করা হবে। এক শ্রেণীর শিক্ষক এই অনৈতিক কাজে জড়াচ্ছেন। তাই এই নকলে যে শিক্ষক জড়াবেন তার বিরুদ্ধে অ্যাকশনের পাশাপাশি তার প্রধান শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। রুহী রহমান বলেন, এটা নকল বন্ধে একটা ব্যবস্থা। এর বাইরে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া রোধে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কেন্দ্রের চারদিকে কঠোর নজরদারি করবে। কেন্দ্রে সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। কেবল কেন্দ্র প্রধান মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন, তাও মোবাইল ফোন নিয়ে তিনি পরীক্ষা কক্ষে যেতে পারবেন না।

জানা গেছে, বিগত জেএসসি, এসএসসি এবং চলমান এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধন্যবাদ দেয়া হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ছাপার কাজ শুরুর পরপরই কোচিং সেন্টারগুলোর ওপর কঠোর নজরদারির নির্দেশনা দেয়া হয়।